বিডিআর হত্যাসহ ছাত্রজনতা গণহত্যার আসামিদের আইন অনুযায়ী বিচার হবে-আমান উল্লাহ আমান

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক মন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান বলেছেন, ‘যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর হিসেবে কাজ করেছে তাদের বিএনপিতেও জায়গা হবে না।’

আজ মঙ্গলবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া শহরের দিশা টাওয়ারে আয়োজিত কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সকল ইউনিটের কাউন্সিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষে বিএনপির নেতা-কর্মীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আমান উল্লাহ আমান বলেন, ‘নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে দেশ গড়তে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। দেশপ্রেমী বাংলাদেশী হিসেবে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। দলকে চাঙ্গা করতে কমিটিতে নতুনদের সুযোগ করে দিতে হবে। নতুনদের সুযোগ দিলে দল আরো চাঙ্গা হওয়ার পাশাপাশি নেতা-কর্মীদের মাঝে উৎসাহ তৈরি হবে।’

আমান উল্লাহ আমান আরও বলেন, বিডিআর হত্যাসহ ছাত্রজনতা গণহত্যার আসামি শেখ হাসিনা, আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে। আর বিচারের মাধ্যমে আদালতই তাকে দেশে আনবে। সম্প্রতি ভারত ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়েছে। ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে বলে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবেই আমরা তা মোকাবিলা করব।

আমানউল্লাহ আমান বলেন, ‘শহীদ জিয়ার স্বপ্নের বাংলাদেশে আগামী দিনে নেতৃত্ব দিবে বিএনপি। তাই আমরা আশা করছি, অবিলম্বে তারেক রহমান দেশে আসবেন। কুষ্টিয়া বিএনপির কাউন্সিলে উপস্থিত থাকবেন।’

তিনি বলেন, ‘বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির ঘাটি। শহীদ জিয়াউর রহমান এই জেলাকে যেভাবে ভালোবাসতেন তেমনি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের দরদ রয়েছে। অদৃশ্য শক্তি দেশকে অরজাকতার দিকে ঠেলে দিতে ষড়যন্ত্র করছে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব

ইঞ্জিনিয়ার জাকির হোসেন সরকারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাবউদ্দিন, সাবেক জেলা সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ফরিদা রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুরে জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৫ টার সময় বড় বাজার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের আয়োজনে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন সাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম সহ মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে

শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি।

গাংনী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক চপল বিশ্বাস মারা গেছেন

গাংনী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ও বিশিষ্ট রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস (৪৬) স্ট্রোকজনিত কারনে কুষ্টিয়া হার্ট এন্ড জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।

চপল বিশ্বাসের স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে, ভাই-বোন,আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছে। চপল বিশ্বাসের বড় ভাই বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ রাত ৮ টার দিকে হঠাৎ বুকে ব্যাথা অনুভব করলে তাঁকে দ্রুত কুষ্টিয়া মান্নান হার্ট এন্ড জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। চপল বিশ্বাস গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের মৃত আব্দুল বারীর ছেলে ও বিশিষ্ট রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী। তবে, কখন তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে এখনো নির্ধাারিত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার বামন্দী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

এদিকে চপল বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এই রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও

গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মোরাদ আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও শোক জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস এলাকার জনপ্রিয় একজন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সেবক ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করতেন। এছাড়া অসহায় নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

বিগত আওয়ামীলীগের শাসন আমলে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মিথ্যা মামলা হয়েছে। সেসব মামলায় একাধিকবার কারাবরণ করেছেন।

মেহেরপুরে কৃষক দলের মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

কৃষি এবং কৃষকের স্বার্থে মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রর প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রাখার দাবীতে মিছিল ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা কৃষকদল।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে এগারো টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এসে মানববন্ধন করেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

বক্তব্যে তারা বলেন কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে সার বিতরণ করতে হবে। কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণে যে অনিয়ম হয়েছে তা জেলা প্রশাসককে খতিয়ে দেখার জন্য আহ্বান জানান। তাছাড়াও মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কার্যক্রম চলমান রাখার ঘোর দাবি জানাচ্ছি। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের

মাধ্যমে কৃষি উপদেষ্টার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আজিজুল হক, গাংনী পৌর কৃষকদলের আহবায়ক আমিনুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব মিরাজ উদ্দিন প্রমুখ।

গাংনীতে জাভেম মাসুদ মিল্টনের পক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেয়ায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নির্দেশনায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা জাসাসের সভাপতি সেলিম রেজা, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম মাস্টার, পৌর যুবদলের নেতা আব্দুল গাফ্ফার, ইমন আহম্মেদ, সজিব আহম্মেদ জনি, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেন, ছাত্রনেতা নাসিম আহমেদসহ বিভিন্ন অংগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আয়োজনে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ার আনন্দে মিছিলের আয়োজন করে।

আজ রবিবার (০১ ডিসেম্বর) রাতে মেহেরপুর বড় বাজার বিএনপি’র কার্যালয় থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে এই আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি সহ বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদলের সংবাদ সম্মেলন

কোটচাঁদপুর উপজেলার সদ্য গঠিত কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি বাতিল ও জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের সকল পদ থেকে অপসরনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা কৃষকদল। আজ রবিবার বিকেলে

স্থানীয় পোস্ট অফিস মোড়ের একটি কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস,জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,গেল ০৬-১১-২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর প্রিজন ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতশত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বলেন, গেল ৫ই আগস্ট তারিখের পূর্বে যে সমস্ত নেতা-কর্মী হামলা মামলার শিকার হয়েছেন তাদেরকে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটিতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

তিনি আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে দিবেন তিনি সেই কমিটি অনুমোদন করবেন। অথচ তিনি তা না করে গেল ২৮-১১-২০২৪ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সুপারিশবিহীন বিহীন শুধুমাত্র আহ্বায়কের স্বাক্ষরিত উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ পদে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের নামে ২০১৪ সাল হইতে একটি মামলাও হয়নি। এ ছাড়া ওই কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলামের নামেও আওয়ামী দুঃশাসনের সময় কোন মামলা নাই বলে জানা গেছে। আর সদস্য সচিব আবুল কাসেম বাবু স্বৈরাচার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ৮ গ্রামের ইক্ষু সমবায় সমিতির জমি নিজের নামে রেস্ট্রি করে নেন বলে জনশ্রুতি আছে।

তিনি আরো বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ আছে দলের অভ্যন্তরে কোন দুর্নীতিবাজ এবং সুবিধাবাদীদের ঠাঁই নাই।

অথচ জেলা আহবায়ক সজ্ঞানে জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে দলের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দুর্নীতিবাজ এবং বিশ্বাসঘাতক ওসমান আলীর জেলা কৃষক দলের আহবায়কের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কোটচাঁদপুরে সদ্য গঠিত আহবায়ক কমিটি বাতিলেরও দাবি করছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাস বলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা সম্পূন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা দল করতে এসেছি কারোর কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য নয়। দলের পিছনে টাকা খরচ করতে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্যেশে বলেন,আপনারা সমাজের দর্পন। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ নেন আমি কেমন মানুষ। বিগত দিনে দলের পিছনে নিজের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি তিনি আরো বলেন, আমি তো মূল দলের কেউ না। আমি সামান্য দলেন অঙ্গ সংগঠন করি। আমাকে মূল দলের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এখানে আমার একার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন যোগ্য নয়।

পরে দলের নেতা-কর্মীরা কোটচাঁদপুর পোস্ট অফিস মোড় থেকে কৃষক দলের ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের দলীয় সকল পদ থেকে অপসারণ ও কোটচাঁদপুরের আহবায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে

আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে, অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সংখ্যাগরিষ্ট কৃষক জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করার লক্ষে জেলা কৃষক দলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকালে জেলা শিল্প কলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান।

জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের সঞ্চলনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হাজারো ছাত্রজনতার রক্তে রঞ্জিত একটি সরকার এসেছে ঠিক, তবে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। কেবলমাত্র হাসিনা পালিয়েছে গণতন্ত্রের সংগ্রাম এখনো পড়ে আছে। গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত ভোটের অধিকার। সেই ভোটের অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ব্যর্থ হই জনগনের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তিনি বলেন, যারা কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষের কথা ভাবে যারা প্রান্তিক মানুষের কথা ভাববে সেইসব মানুষদেরকে পার্লামেন্টে নিয়ে আসতে হবে, তবেই কেবলমাত্র কৃষক সমাজের মেহনতি মানুষের মুক্তি সম্ভব।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় নেতা ও খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ওসমান আলী বিশ্বাস।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষকদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিক, সহত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক মোঃ আআখতারুজ্জামান সজল।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আজিজুল হক, সদস্য সচিব মেরাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোতালেব হোসেন, সদস্যসচিব মোখলেসুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক আরমান আলী, সদস্যসচিব কুন্নত আলী ও কৃষকদল নেতা এস.এম মকিদুর রহমানসহ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।